

নিউইয়র্কে ৭১' এর যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে মানব বন্ধন কর্মসূচী -আদনান সৈয়দ

নভেম্বর ৫, রোববার, নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এর ৭৩ স্ট্রিট রাস্তা জুড়ে লেখক, কবি, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের পক্ষ থেকে 'প্রগতিশীল ধারা' নামের একটি সংগঠন একাত্তরের ঘাতক রাজাকারদের বিরুদ্ধে একটি মানব-বন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে। চোখে কালো কাপড় বেধে, বুকে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান এটে স্বতস্ফূর্ত এই নিউইর্কের প্রবাসী বাঙালিরা এই মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ এবং তাদের বিচারের দাবী জানিয়ে জানিয়ে ৭ দফা দাবী পেশ করা করেন।

এই মানব-বন্ধন কর্মসূচীর সূচনা বক্তব্যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার প্রধান মিথুন আহমেদ অবিলম্বে সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী জানান। তিনি ৭১'এর রাজাকারদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত বিচার এবং সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট সাংবাদিক আমান-উদ-দৌলা প্রগতিশীল ধারার পক্ষ থেকে ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী জানিয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং সেনাবাহিনী প্রধানের প্রতি ৭ দফা সুপারিশ পাঠ করেন। ৭ দফা দাবীগুলো হল ১) জরুরী আইনবিধি অনুসরণ করে ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ২) মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের প্রস্তাব অনুসারে অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত এবং অভিযোগ গঠন করে বিচারের জন্য একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা ৩) বিভিন্ন ক্ষমতাবীন গোষ্ঠীর যোগসাজশে বেআইনীভাবে প্রতিষ্ঠিত জামাত এবং অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো কে নির্বাচন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা ৪) সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের(৩) উপ-অনুচ্ছেদ এর সমমর্যাদার আইন " ওয়ার ক্রিমিনাল এ্যাক্ট (১৯৭৩) অনুসারে এক্সুনি প্রশাসনিক আদেশ দিয়ে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা

৫) উপদেষ্টা পরিষদ থেকে মইনুল হোসেন কে অপসারণ করে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নতুন কাউকে আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করা, ৬) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে ১৯৩ জন সদস্যকে স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তখনকার পরিস্থিতির কারণে ছেড়ে দিতে হয়েছিল সেই ১৯৩ জন পাকসেনাকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল কোর্ট -এ বিচারের সম্মুখিন করার জন্য পদক্ষেপের গ্রহণ করা, এবং ৭) স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীনদের সাথে নানা যোগসাজশে যুদ্ধাপরাধীরা বাংলাদেশ জন প্রশাসনে এখনো কর্মরত আছেন যারা নানা ভাবে অর্থ বিত্ত যোগাড় করে ব্যাংক, ব্যাবসা-বানিজ্য এবং এনজিও গড়ে তুলেছে, অনেকে জঙ্গিবাদ সংগঠিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিচার করা ।

কবি শহীদ কাদরী তাঁর বক্তব্যে ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে বলে জোর দাবী জানান ।

সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান প্রবাসে এবং দেশের সবাইকে নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে ৭১ এর ঘৃণিত যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান ।

মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে উপস্থিত জনতার সাথে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল' এই জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানের কোরাসে অংশ গ্রহণ করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দুই জনপ্রিয় শিল্পী রাখিন্দ্রনাথ রায় ও শহিদ হাসান । স্মরণিত ছড়া আবৃত্তি করেন আদনান সৈয়দ ।